EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 65, KOLKATA, TUESDAY
13 AUGUST 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৩ অগাস্ট ২০২৪

বাংলার অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজের জীবনেও সে কথাই মেনে চলেন ঋদ্ধিমান সাহা। মেনে চলেন বলেই চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়সে নিজের রাজ্য বাংলায় ফিরে এসে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাইছেন। তিন ফরম্যাটেই খেলতে চাইছেন। চালিয়ে যেতে চাইছেন আইপিএলে খেলাও। শুধু তাই নয়, সব ঠিক থাকলে আগামী মরসুমে বাংলার অধিনায়ক হিসাবেও দেখা যেতে পারে তাঁকে।

সিএবি-র এক কর্তার সঙ্গে ঝামেলার জেরে দু'বছর আগে বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন ঋদ্ধিমান। সে রাজ্যের হয়ে খেলার চাপ বাংলার থেকে অনেকটাই কম। অনায়াসে ত্রিপুরার হয়ে বাকি জীবন খেলে পেশাদার ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে পারতেন। তা না করে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, স্ত্রী রোমি এবং আরও কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীর কথা শুনে বাংলায় ফিরেছেন। আবার রাজি নিজের রাজ্যের হয়ে সেরাটা দিতে।

বাংলায় ফেরার পর সোমবারই প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করলেন ঋদ্ধিমান। বললেন, মাঝে দু'বছর ছিলাম না। তার আগে ১৪-১৫ বছর বাংলার হয়ে খেলেছি। দাদি (সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়), স্ত্রী রোমি, স্নেহাশিসদা (গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সভাপতি) সবার সঙ্গে কথা বলেই বাংলায় ফিরেছি। যদি দলে জায়গা পাই তা হলে নিজের সেরাটাই দেব। আগেও একই কাজ করেছি।

একই সঙ্গে ভবিষ্যতেরও ঘোষণা করে রাখলেন ঋদ্ধিমান। বললেন, আগামী দিনে যদি সিএবি আমাকে অন্য কোনও দায়িত্ব দেয় সেটাও করতে রাজি। বাংলার হয়ে খেলার জন্যে অনেক চাকরির প্রস্তাব ফিরিয়েছি। যেখান থেকে আমার উত্থান সেখানকার জন্য কিছু করতে পারলে ভাল লাগবে।

দু'বছর আগে এই সিএবি-তে এক কর্তার সঙ্গে ঝামেলার জেরে যতই তিক্ততা তৈরি হোক, বাংলার হয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে তা মনে রাখতে চান না ঋদ্ধিমান। বলেছেন, যেখান থেকে শুরু করেছি সেখানে ফিরে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। পরিবেশ আগের মতোই রয়েছে। নিয়মিত লক্ষ্মীদা (লক্ষ্মীরতন শুক্ল, বাংলার কোচ), ম্যাকোদার (শিবশঙ্কর পাল) সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি আগামী মরসুম ভালই কাটবে।

অধিনায়ক হওয়ার কথা মুখে স্বীকার করতে চাইলেন না। বললেন, এখনও অনেক সময় রয়েছে। এখনই কিছু বলতে পারব না। দলের জন্য যেটা ভাল মনে হবে সেটাই করব। প্রথম ম্যাচ খেলার আগে অন্তত দু'মাস বাকি আছে।

সরাসরি না বললেও ঋদ্ধিমানকে অধিনায়ক করার প্রসঙ্গ পুরোপুরি উড়িয়ে দেননি সভাপতি স্নেহাশিস। তিনি বলেছেন, আমার ব্যক্তিগত পছন্দ নেই। যা দল ঠিক করবে তাই হবে। ১৫ জুলাই থেকে আমাদের অনুশীলন শুরু হয়েছে। ১৩ অক্টোবর প্রথম ম্যাচ। বাইরে গিয়ে শিবির করব। প্রস্তুতি ম্যাচ খেলব। তার পরে সিদ্ধান্ত।

সিএবি সূত্রে খবর, মনোজ তিওয়ারি অবসর নেওয়ায় অধিনায়ক হিসাবে একজন অভিজ্ঞ কাউকে চাওয়া হচ্ছে। তাই নেতা হিসাবে ঋদ্ধিমানকেই দেখা যেতে পারে। বাংলার হয়ে যিনি নিজের সেরাটা বরাবর দিয়েছেন, তাঁকে সম্মান জানানোর এটাই সেরা উপায় বলে মনে করছেন একাংশ।

বাংলার হয়ে খেলতে নামলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে এখন বহু দূরে ঋদ্ধিমান। দলে ফেরার সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও বাংলার উইকেটকিপার বলেছেন, দূরেরটা ভাবি না। বরাবরই ভাল লাগে বলে খেলে এসেছি। যতদিন ভাল লাগে ততদিন খেলব। এখনও আমার মধ্যে খিদে রয়েছে। জানি বয়স হচ্ছে। তার মধ্যেও ১০০ শতাংশ দেওয়ার চেষ্টা করব।

ঋদ্ধিমান প্রথম একাদশে থাকলে উইকেটকিপার হিসাবে অভিষেক পোড়েলকে বাদ পড়তে হবে। গত দুই মরসুমে অভিষেক বাংলার জার্সিতে ভালই খেলেছেন। যদিও ঋদ্ধিমান ইঙ্গিত দিয়েছেন, দলের প্রয়োজনে তিনি শুধু ব্যাটার হিসাবেই খেলতে রাজি। দরকার অভিষেকই উইকেটের পিছনে থাকবেন।

জেসিনের গোলে ভবানীপুরকে হারিয়ে শীর্ষে লাল-হলুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভবানীপুরকে হারিয়ে কলকাতা লিগের গ্রুপ 'বি'তে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এল ইস্টবেঙ্গল। সোমবারের ম্যাচের আগে ইস্টবেঙ্গল এবং ভবানীপুরের সমসংখ্যক ম্যাচে দু'দলেরই পয়েন্ট ছিল সমান। সেই নিরিখে দু'দলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই ম্যাচ। জেসিন টিকের গোলে জয় পেল লাল-হলুদ ব্রিগেড।

ভবানীপুরকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের সাত মিনিটে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। গোল করতে ভুল করেননি জেসিন। ম্যাচের বাকি সময় চেষ্টা করেও গোল করতে পারেননি ভবানীপুরের ফুটবলারেরা। এই গোলেই শেষ পর্যন্ত তিন পয়েন্ট এল লাল-হলুদ শিবিরে।

এ বারের কলকাতা লিগে অন্য দুই প্রধান মোহনবাগান এবং মহমেডান যখন ধাক্কা খাচ্ছে, তখন মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের কেরল ব্রিগেড এ বার অন্য দলগুলির তুলনায় কিছুটা বেশিই তৈরি। যা ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের অন্যতম কারণ। এ দিনের তিন পয়েন্ট সুপার সিক্স পর্বে ইস্টবেঙ্গলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

কলকাতা লিগে ৮টি ম্যাচ খেলে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট হল ২২। হেরে যাওয়ায় ১৯ পয়েন্টে আটকে থাকল ভবানীপুর। দ্বিতীয় স্থানে থাকল তারা।

৪৭০ কোটি খরচ করেও অলিম্পিক্সে সোনা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২১ টোকিয়ো থেকে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের মাঝে ভারতের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য খরচ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদেশে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার পরেও প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা আসেনি। সব মিলিয়ে মাত্র ছ'টি পদক জিতেছে ভারত। ভারতের প্রথম ব্যক্তিগত সোনাজয়ী অভিনব বিন্দ্রার মতে, টাকা খরচ করলেই পদক জেতা যায় না। তার জন্য খেলোয়াড়দের মধ্যে পদক জয়ের খিদে থাকতে হয়।

অলিম্পিক্সের সময় প্যারিসে ছিলেন বিন্দ্রা। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির অ্যাথলিট'স কমিশনের সদস্য হিসাবে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে তাঁকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, কেন ভারত এত কম পদক জিতল। তার জবাব দিয়েছেন বিন্দ্রা। তাঁর মতে, শুধুমাত্র প্রতিভা থাকলেই অলিম্পিক্সে পদক জেতা যায় না।

বিন্দ্রা বলেন, অলিম্পিক্সে দু'রকম চাপ কাজ করে। এক হল বাইরের চাপ। দেশের মানুষ, অনুরাগীরা আপনার কাছে পদক দেখতে চান। আবার প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মনে ভিতরে একটা চাপ থাকে। সেটা নিজের প্রত্যাশার চাপ। এই দুই চাপ যে ভাল ভাবে সামলাতে পারবে সে পদক জিতবে। শুধু প্রতিভা থাকলেই হবে না। আমার তো মনে হয়, অলিম্পিক্সে প্রতিভার তেমন জায়গা নেই। কঠিন পরিস্থিতিতে চাপ সামলে যে সেই দিনকে নিজের করতে পারবে, সেই পদক জিততে পারবে। হাজার অনুশীলন করেও তা হয় না।দ

খেলোয়াড়দের নিজেদের মধ্যে পদক জেতার খিদে না থাকলে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও পদক আসবে না বলে মনে করেন বিন্দ্রা। শুটিংয়ে সোনাজয়ী তারকা বলেন, তআমাদের টাকার দিকটাও দেখতে হবে। খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা দিতে টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু শুধু টাকা খরচ করলেই হবে না। এটা তো কোনও যন্ত্র নয় যে, বেশি টাকা খরচ করলে বেশি পদক আসবে। তার জন্য ঘাম, রক্ত, চোখের জল ঝরাতে হবে। খিদে থাকতে হবে। কোনও দেশের সরকার হয়তো খেলোয়াড়দের পদক জেতার রাস্তা কিছুটা সহজ করতে পারে। কিন্তু পদক নিজেদেরই জিততে হবে।দ

উল্লেখ্য, টোকিয়োর পর থেকে মিশন প্যারিসের জন্য খরচ করা হয়েছে মোট ৪৭০ কোটি টাকার বেশি। এ বারের অলিম্পিক্সের বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ হয়েছে তারকা খেলোয়াড়দের জন্য। নীরজ চোপড়ার জন্য ৫.৭২ কোটি টাকা। সাত্ত্বিক-চিরাগ যাঁরা ব্যাডমিন্টনে প্রথম নক-আউটে হারলেন, তাঁদের জন্য ৫.৬২ কোটি টাকা। নক-আউটে প্রথমেই হেরে যাওয়া পিভি সিন্ধুর জন্য ৩.১৩ কোটি টাকা। চতুর্থ হওয়া মীরাবাই চানুর জন্য ২.৭৪ কোটি টাকা।

শুটিংয়ে জোড়া পদক জেতা মনু ভাকেরের জন্য ১.৬৮ কোটি টাকা। টেনিসে হেরে যাওয়া রোহন বোপান্নার জন্য ১.৫৬ কোটি টাকা। তিরন্দাজিতে অঙ্কিতা ভকতের সঙ্গে চতুর্থ হওয়া ধীরজ বোম্মাধেরাভার জন্য ১.০৭ কোটি টাকা। বক্সিংয়ে নিখাত জারিন ও লভলিনা বরগোহাঁইয়ের জন্য যথাক্রমে ৯১.৭৯ লক্ষ ও ৮১.৭৬ লক্ষ টাকা। প্রথম রাউন্ডে হেরে যাওয়া পুরুষ বক্সার অমিত পঙ্ঘালের জন্য ৬৫.৯০ লক্ষ টাকা।

লাফিং গ্যাস টানার ভিডিও পোস্ট করে বিপদে টটেনহাম মিডফিল্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্বাস টেনে লাফিং গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) নেওয়ার ভিডিও রেকর্ড করার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন টটেনহাম হটস্পার মিডফিল্ডার ইভস বিসুমা। পাশাপাশি তিনি এটাও স্বীকার করেছেন 'মারাত্মক বিচারবুদ্ধির অভাব' দেখিয়েছেন কাজটি করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত শনিবার একটি ভিডিও পোস্ট করেন বিসুমা। সেখানে তাঁকে বেলুনের মাধ্যমে 'ক্লাস সি ড্রাগ' লাফিং গ্যাস টানতে দেখা গেছে। ২৭ বছর বয়সী মালির এই ফুটবলারের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করবে টটেনহাম। কৃতকর্মের জন্য শাস্তিও পেতে পারেন তিনি।

বিনোদনমূলক কাজে নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করা ২০২৩ সাল থেকে ব্রিটেনে নিষিদ্ধ। দেশটির সরকারের সমাজবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অংশ হিসেবে বিসুমার কারাদণ্ডও হতে পারে।

আজ বিবৃতিতে বিসুমা ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, 'এসব ভিডিওর জন্য আমি ক্ষমা চাই। এতে বোধবুদ্ধির মারাত্মক অভাব ছিল। বুঝতে পারছি এটা কতটা গুরুতর, স্বাস্থ্যঝুঁকিও হতে পারত। এর পাশাপাশি ফুটবলার ও রোলমডেল হিসেবে দায়দায়িত্বও আমি নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'

টটেনহামের এক মুখপাত্র বলেছেন, 'আমরা ঘটনাটা খতিয়ে দেখছি। এটা অভ্যন্তরীণভাবে সামলানো হবে।' গ্যাসটি বৈধ কারণেও ব্যবহার করার সুযোগ আছে। সন্তান প্রসবকালীন ব্যথা কমাতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

২০২২ সালে ব্রাইটন থেকে টটেনহামে যোগ দেন বিসুমা। ক্লাবটির হয়ে এ পর্যন্ত ৫৬ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমে টটেনহামের ২৬ ম্যাচে প্রথম একাদশের হয়ে মাঠে নেমেছেন। গত শনিবার বায়ার্নের বিপক্ষে প্রাক্ -মৌসুমে নিজেদের সর্বশেষ প্রীতি ম্যাচে ৪৫ মিনিট খেলেন টটেনহামের এই ডিফেন্ডার। ১৯ আগস্ট লেস্টার সিটির মুখোমুখি হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মৌসুম শুরু করবে টটেনহাম।

আত্মহত্যা করেছেন গ্রাহাম থর্প

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাবেক ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যান গ্রাহাম থর্প আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার। ৫ আগস্ট তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়। ঠিক কীভাবে ৫৫ বছর বয়সী থর্পের মৃত্যু হয়েছে, সেটি সে সময় জানানো হয়নি।

ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০টি টেস্ট ও ৮২টি ওয়ানডে খেলা থর্পের স্ত্রী অ্যামান্ডা দ্য টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কয়েক বছর ধরেই বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন তিনি।

অ্যামান্ডা বলেন, 'একজন স্ত্রী এবং দুজন কন্যা, যারা তাকে ভালোবাসত এবং যাদের সে ভালোবাসত, তারা থাকার পরও ওর পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। সাম্প্রতিক সময়ে সে এতটা অসুস্থ ছিল যে, সে সত্যিই বিশ্বাস করত, সে না থাকলেই আমরা ভালো থাকব। আসলেই সে এমন করেছে এবং আত্মহত্যা করেছে। এতে আমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেছি।'

খেলোয়াড়ি-জীবন শেষে কোচিংয়ে আসেন থর্প। ইংল্যান্ডের সহকারী কোচের দায়িত্বও বেশ কিছুদিন পালন করেন। ২০২২ সালে আফগানিস্তানের প্রধান কোচ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তবে সে বছরের মে মাসে 'গুরুতর অসুস্থ' অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। তখনো ঠিক অসুস্থতা খোলাসা করে বলা হয়নি।

থর্পের স্ত্রী বলছেন, সে সময় আসলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, 'কয়েক বছর ধরেই গ্রাহাম বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগছিল। ২০২২ সালের মে মাসে সে আত্মহত্যার জোরালো চেষ্টা চালায়। এরপর তাকে আইসিইউতে (নিবিড় পর্যবেক্ষণ কক্ষ) লম্বা সময় থাকতে হয়।'

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে উন্নতির লক্ষণ দেখা দিলেও গ্রাহামকে তাড়া করেছে পুরোনো সমস্যা। অ্যামান্ডা বলেন, 'আশার ঝিলিক দেখা দিয়েছিল, পুরোনো গ্রাহামকে একটু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এরপরও সে বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় ভুগেছে। মাঝেমধ্যে যেটা খুবই গুরুতর হয়ে পড়ে। পরিবার হিসেবে আমরা তাকে সহায়তা করেছি। সে অনেক, অনেক রকমের চিকিৎসা করিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছুই কাজে দেয়নি।'

অ্যামান্ডা বলেন, 'গ্রাহাম মানসিক দিক দিয়ে শক্ত হিসেবে বিবেচিত ছিল মাঠে। তার মানসিক স্বাস্থ্যও এক সময় ভালো ছিল। কিন্তু মানসিক অসুস্থতা সত্যিকারের একটি অসুখ এবং যে কাউকে আক্রান্ত করতে পারে।'

থর্পকে তাঁর প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বিবেচনা করা হতো। তাঁর এমন চলে যাওয়া নিয়ে বড় মেয়ে ২২ বছর বয়সী কিটি বলেছেন, 'আমরা এটা নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পাই না। এটিকে লুকানোর কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই। আমরা আগে তাকে সাহায্য করছিলাম যাতে সে ঠিক হয়, তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এ কারণে আমরা কিছু বলিনি।'

গ্রাহামের নামে এখন একটি ফাউন্ডেশন তৈরির কথা ভাবছে তাঁর পরিবার। কিটি বলেন, 'এখন এ খবর জানানোর সময়, সেটি যতই বীভৎস হোক না কেন। আমরা কথা বলার মতো পর্যায়ে যেতে চেয়েছি এবং এটি জানানোর অবস্থায় যেতে চেয়েছি। এখন সচেতনতা বাড়াতে চাই।'

প্যারিস অলিম্পিকে ব্যবহার করা সরঞ্জামগুলোর কী হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্যালারিগুলো নীরব। অলিম্পিক ভিলেজও খালি হয়ে যাচ্ছে। অ্যাথলেটরা ভিলেজ ছেড়ে যাচ্ছেন। প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে গতকাল। এবারের অলিম্পিক আয়োজনে যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলোর কী হবে? উত্তর হলো, আয়োজকদের এসব নিয়েও পরিকল্পনা আছে।

দশকের পর দশক ধরে অলিম্পিক নিয়ে বিশাল অঙ্কের অপচয়ের দুর্নাম আছে। কখনো কখনো এমনও দেখা গেছে, দুই সপ্তাহের এই ক্রীড়াযজ্ঞ শেষে স্টেডিয়ামগুলো পতিত পড়ে থেকে নষ্ট হয়। কিন্তু প্যারিস এবার ভিন্ন কিছু করতে চায়। নির্মাণের ঝামেলা এড়াতে তারা অস্থায়ী ভেন্যু ব্যবহার করেছে। তবে অলিম্পিক আয়োজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহকারীদের আয়োজকেরা বলেছেন, এসব সরঞ্জামকে 'দ্বিতীয় জীবন' দেওয়ার ব্যাপারে ভাবার জন্য। বিচ ভলিবলের বালু থেকে শুরু করে ব্যবহৃত টেনিস বলকেও পুনরায় কাজে লাগাতে চান আয়োজকেরা।

গত সপ্তাহে বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্যারিস ২০২৪ সাসটেইনবিলিটির পরিচালক জর্জিনা গ্রেনন বলেছেন, 'আমরা কোনো কিছু অর্ডার দেওয়ার আগে ভেবেছি, পরবর্তী সময়ে (অলিম্পিক শেষে) এটার কী হবে।'

বৈশ্বিক কোনো ক্রীড়া আসর বিচারে এমন প্রচেষ্টা নতুন। জর্জিনার দল ফিফার ফুটবল টুর্নামেন্ট ও অতীতের অলিম্পিক আসর থেকে এ বিষয়ে ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করেছে, যেগুলো প্যারিস অলিম্পিকে কাজে লাগানো যাবে। এরপর তারা বুঝতে পেরেছে পথটা নিজেদেরই খুঁজে বের করতে হবে।

জর্জিনা ব্যাখ্যা করেন, 'আমরা পরামর্শকও ভাড়া করেছিলাম এবং কেউ আমাদের বলতে পারবে না এগুলো অতীতে করা হয়েছে।' তাঁর দলে 'সার্কুলার ইকোনমি'তে (একটি প্রক্রিয়া যেখানে কোনো বস্তু বর্জ্য হয়ে ওঠে না এবং প্রকৃতিরও ক্ষতি হয় না)।

প্রথম ধাপটি ছিল 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'খ্যাত অলিম্পিক আয়োজনে যা যা প্রয়োজন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

জর্জিনার ভাষায়, 'ব্যাপারটা অনেকটাই বিয়ের আয়োজনের মতো। ধরুন ১০০ অতিথি আসবেন, তাহলে আপনার প্রয়োজন ১০টি টেবিল এবং ১০০টি চেয়ার।' প্যারিস অলিম্পিকে ৩২টি আলাদা ডিসিপ্লিনে খেলা হয়েছে এবং দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। জর্জিনা বলেন, 'প্রায় ৬০ লাখ সরঞ্জামের তালিকা হয়েছে, ৬০ লাখ বস্তু।'

সেসব সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য দেওয়া প্রতিটি দরপত্রেই একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছিল;সরবরাহকারীরা যেসব সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন, সেগুলো পরবর্তী সময়ে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে পরিকল্পনা দিতে হবে। জর্জিনা এ বিষয়ে বলেছেন, 'আমরা এটা করেছি, কারণ তারা যেন বুঝতে পারে আমরা শুধু কোনো বস্তু কিনতে চাচ্ছি না। পরবর্তী সময়ে এর সেরা ব্যবহারটা কী হবে, সেটা তাদেরকেই বের করতে হবে।'

প্যারিস অলিম্পিকে ব্যবহার করা অনেক সরঞ্জাম ও স্থাপনা প্যারালিম্পিকসে ব্যবহার করা হবে। প্যারিসে ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে প্যারালিম্পিকস। কিন্তু এরপর সেগুলোর নতুন ঠিকানা হবে।

আইফেল টাওয়ারের সামনে বিচ ভলিবলের ভেন্যু করা হয়েছিল। সেখানকার মিহি বালু প্যারিসের একটি ক্লাবে দেওয়া হবে। বিজয় মঞ্চ থেকে প্যারিস অলিম্পিকের লোগো সরিয়ে ফেলা হবে, যেন সেটা অন্য কোথাও কাজে লাগানো যায়। ফরাসি প্রতিষ্ঠান 'লাইরেকো'র কাছ থেকে লিজ নেওয়া ৬ লাখ আসবাব ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ওই প্রতিষ্ঠান এসব আসবাব দিয়ে 'সেকেন্ড হ্যান্ড' আসবাবের ব্যবসা শুরু করবে।

এবারের অলিম্পিক ভিলেজের জন্য প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহার করে ১৪ হাজারের বেশি ম্যাট্রেস বানানো হয়েছিল। সেগুলো ফরাসি সামরিক বাহিনীকে দেওয়া হবে। টেনিস ইভেন্টে যেসব টেনিস বল ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব বল দান করা হবে ফ্রান্সের খেলাধুলার ক্লাবগুলোয়। অন্যান্য খেলা যেমন জ্যাভেলিন থ্রোর বর্শা কিংবা শট পুটের সরঞ্জামও দান করা হবে।

জর্জিনা জানিয়েছেন, ব্যবহার করা ৬০ লাখ সরঞ্জামের মধ্যে ৯০ শতাংশের পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন আয়োজকেরা। স্যুভেনির হিসেবে এসব সরঞ্জাম কিনে রাখার সুযোগও পাচ্ছেন ভক্তরা। যেমন ধরুন পদক নেওয়ার সময় যে পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে কিংবা গেমস শুরুর আগে রিলের জন্য যে মশাল বানানো হয়েছে, এসব স্যুভেনির হিসেবে কিনে সংগ্রহে রাখতে পারবেন ভক্তরা। দুটি সুইমিংপুল, ক্লাইম্বিং ওয়াল এবং স্কেটবোর্ডিং পার্কও স্থানান্তর করা হবে। এগুলো পুনরায় স্থাপন করা হবে প্যারিসের সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে।

তবে এসবের মধ্যেও সমালোচনা শুনতে হচ্ছে প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের। সেটি পরিবেশ সংরক্ষণগত অবস্থানের কারণে। এবার অলিম্পিকের করপোরেট স্পনসর ইস্পাত প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আর্কেলর ও গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টয়োটা। তারা এবারের অলিম্পিককে 'গ্রিনওয়াশিং' বলায়ও সমালোচনা হচ্ছে।

অলিম্পিকের স্পনসর কোকাকোলা এবার লাখ লাখ প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করেছে, যদিও আয়োজকেরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকের তুলনায় প্যারিসে একবার ব্যবহার করা যায়, এমন প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমানো হবে।

পরিবেশবাদীরা বিশ্বাস করেন, অলিম্পিক চরিত্রগতভাবে পরিবেশের জন্য টেকসই নয়। কারণ, বিশাল নির্মাণযজ্ঞ এবং অ্যাথলেট ও দর্শকদের কারণে বিমান ফ্লাইটে প্রচুর পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়। কিন্তু জর্জিনা বিশ্বাস করেন, প্যারিস অলিম্পিক এমন ধারণা পাল্টে দেবে, 'আমরা সব সময়ই বলে এসেছি আমরা এই গেমসকে পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করতে চেয়েছি এবং এখান থেকে আমরা এগিয়ে যেতে চেয়েছি।'

ফর্ম জি

রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য

আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনকারী

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AADCR7997K CIN : U70101WB2007PTC120037
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://hiland.in/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোম্পানি চালু প্রকল্প নাম "ক্যালকাটা রিভারসাইড" ১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	কার্যাদি থেকে আয় (৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের সাময়িক ব্যালেন্স শিট অনুযায়ী) আইএনআর ৫,৪৮৫ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা - ৩৪ (০৩ এপ্রিল ২০২৪ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	উল্লেখ্য সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত জানা যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	উল্লেখ্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান (ইওআই) প্রক্রিয়া নথি পাওয়া যাবে সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৩ আগস্ট ২০২৪* (১৩ আগস্ট, ২০২৪ থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে)
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২ সেপ্টেম্বর ২০২৪*
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪*
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪*
১৪.	মেমোর্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ * (উপযুক্ত পিআরএ দ্বারা অপ্রকাশিত চুক্তি গৃহীত সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২২ অক্টোবর ২০২৪**
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	Riverbankdpl@gmail.com

*বিনিয়োগকারীগণের কমিটি কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ।
**মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক সিআইআরপি-র সময়সীমা সম্প্রসারণ/বাতিলের অনুমোদন সাপেক্ষ
দ্রষ্টব্য : সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণ যারা ফর্ম জি অনুসারে ইওআই জমা দিয়েছেন আইআরপি দ্বারা ২৯ জুলাই ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত, নতুন ইওআই জমা দেওয়ার আবশ্যকতা নেই।

তারিখ : ১৩ আগস্ট ২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
আশিস ছাউছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
প্রস্তাব পেশাদার
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
ই : Riverbankdpl@gmail.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত : গ্রান্ট থ্রোনটন
ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, রাস্তা নম্বর ১৩,
ইএম ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই : ashish.c@in.gt.com এএফএ বৈধ ১৪.১২.২০২৪ পর্যন্ত

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**